ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 03. No. 02. January 2010

সিরাজী সাহিত্যে ইসলামী চেতনা: একটি পর্যালোচনা

ড. মোহাম্মদ ইদ্রিস*

সারসংক্ষেপ

উনিশ শতকের শেষার্ধে বাঙালি মুসলিম সমাজে নবজাগরণের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। তৎকালীন অবস্থার প্রেক্ষাপটে এ নবজাগরণ ছিল অত্যাবশ্যক। অবিভক্ত বাংলায় এর পথিকৃৎ ছিলেন নবাব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩), তাঁর একান্ত প্রচেষ্টায় কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে বাঙালি মুসলমানদের আধুনিক উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ সহজতর হয়। নবাব আব্দুল লতিফের প্রচেষ্টার ফলে বাঙালি মুসলিম তরুণরা সীমিত সংখ্যক হলেও ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে এগিয়ে আসে। এর কিছু কালের মধ্যেই কলিকাতার শিক্ষিত সমাজে বাঙালি মুসলিম তরুণদের আবির্ভাব ঘটতে থাকে। মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে সৈয়দ আমীর আলীর (১৮৪৯-১৯২৮) অবদানও অবিস্মরণীয়। অন্যদিকে ভারতীয় মুসলিম নবজাগরণের অন্যতম ব্যক্তিত্ব স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের (১৮১৭-১৮৯৮) উদ্যোগে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় যা মুসলমানদের প্রধান আধুনিক শিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয়। আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি পত্র-পত্রিকা ও সাহিত্য রচনার মাধমেও বাঙালি মুসলমানদের নবজাগরণের প্রচেষ্টা চলতে থাকে। বাঙালি মুসলিম সমাজের নবজাগরণের এই প্রচেষ্টার অন্যতম প্রধান ছিলেন সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী। তিনি নিজ জীবন ও কর্মের প্রেক্ষিতে অগ্নিপুরুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। ইংরেজ শাসন-শোষণ-নির্যাতন-নিপীড়ন এবং মুসলমানদের পরাধীন অবস্থা কৈশোরেই তাকে ইংরেজ বিরোধী করে তোলে। তিনি মুসলমানদের পশ্চাদপদতার প্রেক্ষাপটে তাদের জাগিয়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এক্ষেত্রে তার প্রথম মাধ্যম ছিল সাহিত্য, দ্বিতীয় মাধ্যম ছিল বক্তৃতা। তাঁর লেখা কাব্যগ্রন্থে ধ্বনিত হয়েছে মুসলমানদের জাগরণের আহবান ও স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, বাগ্মী, সমাজ সংস্কারক, ধর্মীয় নেতা, রাজনীতিবিদ ও সূফী সাধক। তিনি 'অনল প্রবাহ' গ্রন্থ রচনা করে সবচেয়ে বেশী খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর অধিকাংশ লেখাতেই রয়েছে ইসলামী শিক্ষা- সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে উদ্দীপ্ত করে তোলার প্রয়াস। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থই গবেষণাধর্মী এবং অধিকাংশ প্রবন্ধ ভাষা-সাহিত্য, শিক্ষা, ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক। তাঁর বক্তৃতার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল বাংলার অনগ্রসর মুসলিম সমাজকে জাগরণের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত করা।

* প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, সাঁথিয়া মহিলা কলেজ, পাবনা।

জন্ম: ইসমাইল হোসেন সিরাজী ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ আগস্ট তৎকালীন পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমায় জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর পিতার নাম সৈয়দ আব্দুল করীম। তিনি ছিলেন হাকীম (ইউনানী চিকিৎসক) ও ইসলাম প্রচারক।[২] মাতার নাম মুসাম্মৎ নুরজাহান খানম।[৩]

শিক্ষা ও কর্মজীবন: ইসমাইল হোসেন বাল্যকাল অতিবাহিত করেন তাঁর মাতুলালয়ে। শৈশবে তিনি মায়ের নিকট কুরআনুল-কারীম পাঠ শেখেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচ বছর ছয় মাস বয়সে তিনি পাঠশালায় ভর্তি হন। পাঠশালায় পাঠ সমাপ্ত করে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জ্ঞানদায়িনী মাইনর স্কুলে ভর্তি হন।[৪] ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময়ই তার 'অনল প্রবাহ' কাব্য প্রকাশিত হয়। এ সময়ে লক্ষ্য করা যায় যে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি তাঁর আগ্রহ কমে এসেছে এবং প্রবেশিকা পর্যন্ড় পৌঁছার আগেই তিনি স্কুল ছেড়ে চলে আসেন। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করা আর সম্ভব হয়নি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করতে না পারলেও তিনি মেধাচর্চা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখেননি।[৫] আর্থিক সমস্যা, পারিবারিক দায়িত্ব গ্রহণ ইত্যাদি সম্ভবত তাঁর শিক্ষার ব্যাপারে অনগ্রসরতার অন্যতম কারণ ছিল। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সীমিত হলেও তাঁর পাঠাভ্যাস ছিল বিস্ড়র। তিনি সাহিত্য, সমাজনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে প্রচুর অধ্যয়ন করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। জ্ঞানদায়িনী স্কুলে থাকাকালেই তার সাহিত্য রচনা ও বাগ্মিতার বিকাশ ঘটে। এখানকার ছাত্র সভায় বক্তৃতা দান করে তিনি পুরস্কার লাভ করেন। জ্ঞানদায়িনী ছাত্রসমিতি ও সিরাজগঞ্জ ছাত্রসমিতিতে বক্তৃতা দিয়ে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। বাগ্মিতা ও সাহিত্য রচনার খ্যাতি যুক্ত হবার ফলে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি তাঁর আকর্ষণ কমে যায়, প্রকৃতপক্ষে এর মধ্য দিয়েই তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন।[৬]

স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে যুক্ত থেকে রাজদ্রোহের অভিযোগে সিরাজী তিনবার কারাবরণ করেন।[৭] তৎকালীন সরকার বিরাশিবার ১৪৪ ধারা জারি করে তাঁর সভা বন্ধ করে দিয়েছিল। শেষবার ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলনের দায়ে তাঁর তিন মাস জেল হয়। জেলে তাঁর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ জুলাই তাঁর কর্মময় জীবনের সমাপ্তি ঘটে।[৮]

সিরাজীর অবদান:সিরাজীর কর্মজীবন ও সাহিত্য সাধনা বিচিত্রমুখী কর্মকাণ্ডে বিজড়িত, এগুলোকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। (ক) প্রচারক (খ) রাজনীতিক (গ) সাহিত্যিক।

প্রচারক হিসেবে সিরাজী: ইসলাম প্রচারক হিসেবে সিরাজীর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। 'অনল প্রবাহ' ও 'নব উদ্দীপনা' প্রকাশিত হলে তাঁর খ্যাতি আরও বিস্তৃত হয়।[৯] এ সময় যশোরের মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর সাথে পরিচয় ঘটে এবং তাঁর সাথে হৃদ্যতাও গড়ে উঠে।[১০] এরপর বিভিন্ন মাহফিল ও সমাবেশে তিনি বক্তৃতা দিতে শুরু করেন।[১১]

প্রচারক সিরাজী মুন্সী মেহেরুল্লাহর পর মনিরুজ্জামান ইসলামবাদী, মোহাম্মদ আকরম খাঁ প্রমুখ মুসলিম নেতা ও সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে আসেন এবং পাট চাষ, প্রজা আন্দোলন, রায়ত সম্মেলন, শুদ্ধি আন্দোলন, তাঞ্জিম আন্দোলন, 'আরবী বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা, আঞ্জুমানে খাদেমুল ইসলাম বা ইসলাম সেবক সমিতি, আঞ্জুমানে ওলামা ইত্যাদি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু বক্তব্য প্রকাশ করেন।[১২] এরপর তিনি মুসলিম সমাজসেবা আশ্রম গড়ে তোলার কথা চিন্তা করেন এবং একদল ত্যাগী যুবককে এগিয়ে আসার আহবান জানান। এতে সাড়া দিয়ে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী সিরাজীকেই প্রথমে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য প্রস্তাব করেন। ফলে সিরাজী 'আঞ্জুমানে খাদেমুল ইসলাম' বা 'ইসলাম সেবক সমিতি' গঠন করেন।[১৩] পরে তিনি মোহাম্মদ আকরম খাঁর[১৪] সাথে ইসলামের সেবায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন।[১৫]

দেশের জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ও মহাজনী শোষণ বন্ধ করার জন্য সিরাজী প্রজা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন।[১৬] এ উদ্দেশ্যে তিনি মানিকগঞ্জে মহাজনবিরোধী সংগঠন গড়ে তোলেন।[১৭] এ.কে.ফজলুল হক মন্তব্য করেন, "দেশের চাষী মজুরদের দুর্দশা মেটানোর জন্য মরহুম ইসমাইল হোসেন সিরাজী সাহেবের কণ্ঠের আকুল আবেদন আমরা শুনেছিলাম।[১৮] সিরাজী স্বরাজ আন্দোলন, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।[১৯] বঙ্গীয় মোসলেম তরুণ সংঘ কর্তৃক সাম্প্রদায়িক বিরোধ মীমাংসার জন্য তিনি বিভিন্ন স্থানে ডেপুটেশনের অন্যতম সদস্য হিসেবে প্রেরীত হন।[২০]

শুদ্ধি আন্দোলনের অংশ হিসেবে নও মুসলমানদের পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনার প্রয়াস হয়।[২১] হিন্দুদের শুদ্ধি আন্দোলনের ফলে মুসলিম সমাজে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। মুসলিম সমাজে এর বিপরীতে শুরু হয় তাঞ্জিম আন্দোলন।[২২] এগুলো হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস বৃদ্ধি করে। সিরাজী নিজেও শুদ্ধি আন্দোলনের বিষয়ে বিচলিত ছিলেন।

রাজনীতিক হিসেবে সিরাজী: সিরাজীর রাজনৈতিক জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে তাঁর প্রথম কাব্য 'অনল প্রবাহ'-কে কেন্দ্র করে।[২৩] ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হওয়ামাত্র সরকার এটি বাজেয়াপ্ত করে এবং সিরাজীকে রাজদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে।[২৪] 'কারাকাহিনী' নামক প্রবন্ধে তিনি তার কারাজীবনের হৃদয় বিদারক ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেন। ১৯১২

খ্রীষ্টাব্দে ১৪ মে তিনি কারাগার হতে মুক্তি লাভ করেন।[২৫] সে সময় বলকান যুদ্ধে লিপ্ত তুরস্কের সাহায্যের জন্য ডাক্তার মুখতার আহমদ আনসারীর নেতৃত্বে ইন্ডিয়া রেড ক্রিসেন্ট মেডিক্যাল মিশন পাঠানো হয়।[২৬] তিনি এর সদস্য হিসেবে তুরস্ক গমন করেন। সেখানে তিনি আহত সৈনিকদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তুরস্কের সুলতান তাঁকে 'গাজী' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং পদক ও শাহী পোশাক উপহার দিয়ে সম্মানিত করেন।[২৭]

সে সময় তিনি তুরস্কের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করেন এবং দেশপ্রেমমূলক অনেক কবিতা রচনা করেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জুলাই তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।[২৮] তুরস্ক ভ্রমণ গ্রন্থে এবং কিছু ব্যক্তিগত পত্রে সিরাজী তাঁর তুরস্ক প্রবাসকালের বিস্তারিত বিবরণ দেন।[২৯] তুরস্কে তিনি স্বাস্থ্য বিভাগের ইনস্পেক্টর ছিলেন, কাজটি অত্যন্ত ধৈর্য ও পরিশ্রম সাপেক্ষ ছিল। তুরস্কের সুলতান ও পাশাদের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন এবং ২৩ জানুয়ারী ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় দলের এক সভায় ইংরেজীতে ভাষণ দিয়ে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন।[৩০] লন্ডনের Daily News পত্রিকায় এ বক্তৃতার বিবরণ প্রকাশিত হয়। তুরস্কে তাঁর কাজের জন্য সিরাজী পুরস্কৃত হন।[৩১]

তুরস্ক হতে ফিরে সিরাজী নতুন উদ্যোমে রাজনৈতিক ও সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।[৩২] তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং এ সংগঠনের সাথে আজীবন সম্পৃক্ত ছিলেন।[৩৩] তিনি দীর্ঘকাল স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন।[৩৪] ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

সাহিত্যিক সিরাজী: সাহিত্যিক হিসেবে সিরাজী যেমন সাহিত্য রচনা করে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন তেমনি সাহিত্য সভা ও সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতায় দক্ষতার ছাপ রাখেন। তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়াসে 'মোহাম্মদী', 'ছোলতান' ও 'আল-এসলাম' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় কয়েকজন নতুন সাহিত্যিকের নিয়মিত লেখা।[৩৫] সিরাজগঞ্জের ঈদগাহ মাঠে তাঁর সভাপতিত্বে মুসলমানদের একটি জনসভায় বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ ও রাজসিংহ উপন্যাস বাজেয়াপ্ত করার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কবি কায়কোবাদকে সংবর্ধনা দেবার উদ্যোগের জন্যেও তিনি প্রশংসা অর্জন করেন।[৩৬] কবি নজরুলের কবিখ্যাতিতে মুগ্ধ হয়ে সিরাজী তাঁকে উপহার প্রদান করেছিলেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে কবি নজরুল সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে সিরাজীর প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তি জানিয়ে বলেন, "সিরাজী সাহেব ছিলেন আমার পিতৃতুল্য। তার সমগ্র জীবনই ছিল 'অনল প্রবাহ'। আমার রচনায় সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের প্রকাশ। এ যেন হজ্জ করিতে এসে কা'বা শরীফ না দেখে ফিরে যাওয়া। তারই প্রেরণায় হয়ত আমরা তরুণেরা এ যৌবনের "আরাফাত ময়দানে এসে মিলিত হয়েছি।"[৩৭]

সিরাজী সাহিত্যে ইসলামী চেতনা: ইসমাইল হোসেন সিরাজীর সর্বমোট প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২২টি।তাঁর গ্রন্থগুলোকে কাব্য, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও ভ্রমণ কাহিনী এ চারটি ভাগে ভাগ করা যায়।[৩৮] নিম্নে সিরাজীর প্রকাশিত উলেণ্ঢখযোগ্য গ্রন্থসমূহে যে ইসলামী চেতনা ফুটে উঠেছে তা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো:

কাব্য

অনল প্রবাহ: সিরাজীর প্রকাশিত প্রথম গীতিকাব্য এবং প্রথম গ্রন্থ 'অনল প্রবাহ'। এ গ্রন্থটিতে কবিতার মাধ্যমে মুসলমানদের অতীত গৌরব, বর্তমান বিশ্বে ইসলামের ব্যাপ্তি এবং ইসলামী রেনেসাঁয় মুসলমানদের উজ্জীবিত ও জাগ্রত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। এ গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশ করেন মুন্সী মোহাম্মদ মেহের্লণ্ঢা, ছাতিয়ান তলা, যশোর ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ।[৩৯] ড. গোলাম সাকলায়েন প্রথম সংস্করণ ১৩০৭ বঙ্গাব্দ এবং বদিউজ্জামান ১৩০৬ বঙ্গাব্দ বলে উলেণ্ঢখ করেন।[৪০]

উচ্ছাস: সিরাজীর অন্যতম কাব্যগ্রন্থ 'উচ্ছাস'। এতে মহানবী (সাঃ) এর আবির্ভাব এবং আরবের জাহিলিয়াত অপসৃত, ইসলামের আলোকমালায় উপমহাদেশের অন্ধকার বিদূরিত প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। সিরাজী এ গ্রন্থে অতীতের তুলনায় বর্তমানে মুসলমানদের হীন অবস্থা লক্ষ্য করে বেদনা বোধ করেছেন। মুসলমানদের ইসলামের প্রতি উদাসীনতাই মুসলমানদের বর্তমান দূরবস্থার কারণ বলে তিনি উলেণ্ঢখ করেছেন। মুসলমানদের আলস্য, জড়তা, ও নিদ্রিত অবস্থা হতে জাগরণের জন্য তিনি এ গ্রন্থে জ্ঞান চর্চার ওপর গুর্ত্বারোপ করেছেন। ইংরেজী, ফার্সি, র্শ, তুর্কি, ইটালিয়, জাপানি, সংস্কৃত, গ্রিক, ল্যাটিন, আরবি, ফরাসি, স্পিনিশ, চীনা ইত্যাদি ভাষা শিক্ষা তিনি মুসলমানদের জন্য উন্নতির সহায়ক বলে উপদেশ দিয়েছেন। এটি ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[৪১]

উদ্বোধন: এ কাব্য গ্রন্থটি ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এ কাব্যে তিনি অধঃপতিত জাতিকে তাঁদের অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে নব উদ্যোমে অগ্রসর হওয়ার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।[৪২]

নব উদ্দীপনা: এ কাব্য গ্রন্থটি দু'খ্ে বিভক্ত। প্রথম খ্ে নব উদ্দীপনা শিরোনামে দীর্ঘ ২৭ পৃষ্ঠার একটি কবিতা এবং দ্বিতীয় খ্ে জাতীয় সংগীত ও অন্যান্য কবিতা রয়েছে। এটি ১৩১০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।[৪৩] এ কাব্যে কবি মুসলিম জাতির বিজয়াভিযানের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেছেন।

সঙ্গীত সঞ্জবনী: এটি একটি সংগীত বিষয়ক রচনা। এতে ৪১টি গান সন্নিবেশিত হয়েছে। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মত অবহেলিত ও পশ্চাদপদ মুসলিম জাতির জীবনে নবজীবনের সঞ্চারই কবির মূল লক্ষ্য। কবিতার সীমাবদ্ধতা অনুভব করে সিরাজী এখানে সঙ্গীতের আশ্রয় নিয়েছেন। এখানেও তিনি মুসলিম জাগরণের জন্য ধর্ম ও

ঈমানের উপর গুর্ত্বারোপ করেছেন। এ গ্রন্থটি ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয়।[৪৪]

প্রেমাঞ্জলি: এ গ্রন্থটিও গানের সংকলন। গ্রন্থটি দু'ভাগে বিভক্ত, প্রথম ভাগে ১২৮ এবং দ্বিতীয় ভাগে ৭৫টি গান সংকলিত হয়েছে। এ গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় স্থান ও কাল উলেণ্ঢখিত হয়েছে। গ্রন্থটি ১৩২৩ বঙ্গাব্দে কলিকাতা থেকে শেখ আব্দুল গফুর জালালী কর্তৃক প্রকাশিত হয়।[৪৫] এ গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি প্রকৃত প্রভূ প্রেমিক ও দেশ প্রেমিকের বিবরণ সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।

স্পেন বিজয় কাব্য: মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে এ গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। এ কাব্যে আটটি সর্গ, প্রতিটি সর্গের শেষে বিষয় উলেণ্ঢখিত হয়েছে, বিষয়গুলো যথাক্রমে বন্দনা, তারপর ১. ধর্মনাশ, ২. বিলাপ ও পত্র প্রেরণ, ৩. পরামর্শ, ৪. অভিযান, ৫. ফ্লোরিন্ডা উদ্ধার, ৬. বনবিহার, ৭. পতন, ৮. বিজয়। এ গ্রন্থটি ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা থেকে গ্রন্থকার কর্তৃক এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে মখদুমী লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত হয়।[৪৬]

উপন্যাস

নূরউদ্দীন: নূরউদ্দীন ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে রচিত হলেও ইতিহাসের সাথে এর সম্পর্ক ক্ষীণ। গুজরাট কর্তৃক চিতোর আক্রান্ড় হওয়ার ঐতিহাসিক ঘটনাকে সামনে রেখে উপন্যাসটি রচিত হয়। তিনি এ গ্রন্থের মাধ্যমে নির্যাতিত মুসলিম জনতার বিজয় প্রত্যাশা করেছেন। এ উপন্যাসটি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।[৪৭]

ফিরোজা বেগম: ইংরেজ অধিকৃত ভারতে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক পুনর্জন্ম হয় এবং তাঁর বিভিন্ন রচনা অসাধারণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এ সময় 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি স্বদেশীদের নিকট প্রায় ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা লাভ করে। রাজনৈতিক বিপণ্ঢবীরা 'আনন্দমঠে'র সন্ড়ান সেনাদের আদর্শে জীবনকে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন। এ পটভূমিতে সিরাজী 'আনন্দমঠে'র বিপরীতে ইসলামী চেতনায় উজ্জীবিত উপন্যাস 'ফিরোজা বেগম' রচনা করেন। এ গ্রন্থটি ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়।[৪৮]

ঈশা খাঁ ও রায়নন্দিনী: সিরাজীর প্রথম উপন্যাস গ্রন্থ 'রায়নন্দিনী' চন্দন গড়ে আত্মগোপন করে থাকাকালে লিখিত হয়। এ সময় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পাঠ করে তাঁর হৃদয় আন্দোলিত ও বেদানার্ত হয়, তিনি মুসলমানদের জাতীয় গৌরবপূর্ণ আদর্শ ভিত্তিক উপন্যাস রচনার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনীর' প্রতিদ্বন্দ্বী উপন্যাস 'রায়নন্দিনী' রচনা করেন। 'রায়নন্দিনী' উপন্যাসটি প্রথম সংস্করণ 'ঈশা খাঁ ও রায়নন্দিনী' নামে প্রকাশিত হয়। প্রন্থটি ১৩২২ বঙ্গাব্দ/১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।[৪৯]

তারাবাঈ: সিরাজীর তারাবাঈ উপন্যাস কলিকাতা থেকে করিম এন্ড ব্রাদার্স কর্তৃক প্রকাশিত হয়।[৫০] কল্পিত মুসলিম সেনাপতি আফজালের প্রতি রমণী তারার সেবা বর্ণনার মাধ্যমে তিনি মুসলিম রমণীর দায়িত্ব সম্পর্কে এ উপন্যাসে আলোকপাত করেছেন।

প্রবন্ধ

স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা বা মহানগরী কর্ডোভা: স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা গ্রন্থটি ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে মকবুল আহমদ কলিকাতা থেকে এটি প্রকাশ করেন। তিনি এ গ্রন্থে স্পেনের মুসলমানদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও কৃষ্টি-কালচারের বিস্তারিত বিবরণ দেন।[৫১]

আদব কায়দা: আদব-কায়দা গ্রন্থটি বারোটি পরিচ্ছেদে সন্নিবিষ্ট। এ গ্রন্থে সিরাজী বাঙালি মুসলমানদের সামাজিক ও অন্যান্য ইসলামী রীতি, আদব-কায়দার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছেন। গ্রন্থটি ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজগঞ্জ থেকে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত হয়।[৫২]

সুচিন্তা: এটি প্রবন্ধগ্রন্থ, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মুসলমানদের জাতীয় জীবন, জাতীয় উন্নতি বিষয়ক আটটি প্রবন্ধ এ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থটি ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা থেকে মুন্সী নেজাম উদ্দীন আহমদ কর্তৃক প্রকাশিত হয়।[৫৩]

স্ত্রী শিক্ষা: এ গ্রন্থটির বিষয়বস্তু মুসলিম রমণীদের শিক্ষা সম্পর্কিত। মুসলিম ইতিহাসকে উপজীব্য করে সিরাজী বাঙালী মুসলমান রমণীদেও ভাগ্যোন্নায়নের চেষ্টা করেছেন। সিরাজী মনে করেন, ইসলামে নারী-পুরুষের মর্যাদার কোন পার্থক্য নেই। ইতিহাসে নারী-পুরুষের সমান মর্যাদা দেওয়া রয়েছে। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে নারীর শ্রেষ্ঠত্বও রয়েছে। নারীর মর্যাদা সম্পর্কে প্রতিপক্ষের বিভিন্ন যুক্তিও তিনি খন্ডন করেছেন। এ গ্রন্থটি ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।[৫৪]

ভ্রমণ কাহিনী

তুরস্ক ভ্রমণ: সিরাজী ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ মে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ২ ডিসেম্বর ডাক্তার আনসারীর নেতৃত্বে তুরস্কে মেডিক্যাল মিশনে গমন করেন। তাঁর এ সময়কার অভিজ্ঞতাসমূহ বিশেষ করে তুরস্ক সাম্রাজ্য, তুর্কীজাতি ও বলকান যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ' 'তুরস্ক ভ্রমণ' গ্রন্থে তিনি লিপিবদ্ধ করেন। গ্রন্থটি প্রচলিত অর্থে ভ্রমণ কাহিনী নয়।[৫৫] ইতিহাস থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে তিনি ইসলামের এবং মুসলমানের পূর্বগৌরবের কথা এ গ্রন্থে আলোচনা করেছেন।[৫৬] তিনি অনুভব করেন, বর্তমানে পতনোন্মুখ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য মুসলমানের ঐক্য বিশেষ প্রয়োজন। ইসলাম ও মুসলিম চেতনা তাঁদের মধ্যে সে কাঙ্ক্ষিত ঐক্য সম্ভব করে তুলতে পারে।[৫৭]

ইন্তেকাল: এ মহান শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদ ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ জুলাই, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ৩০ আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, রাত ২ টায় মাত্র ৫২ বছর বয়সে সিরাজগঞ্জের নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন।

উপসংহার: বিশেণ্ডষণে জানা যায় তাঁর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপই ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণে নিবেদিত। জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত তিনি ইসলামের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, বাগ্মী, সমাজ সংস্কারক, ধর্মীয় নেতা, রাজনীতিবিদ ও সূফী সাধক। তাঁর অধিকাংশ লেখাতেই রয়েছে ইসলামী শিক্ষা- সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে উদ্দীপ্ত করে তোলার প্রয়াস। তাঁর জীবনের মিশন ছিল বাংলার অনগ্রসর মুসলিম সমাজকে জাগরণের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত করা।

টীকা ও তথ্য নির্দেশিকা

১ বদিউজ্জামান, *ইসমাইল হোসেন সিরাজী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩ খ্রী:), পৃ: ৯; আব্দুল কাদির, হোসেন মাহমুদ সম্পাদিত, *সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩ খ্রী:), পৃ: ১৪৪।

২ *ইসমাইল হোসেন সিরাজী*, পৃ: ৯।

৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ: ১২-১৩।

৪ ড. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা-চেনার ধারা*, ১ম খন্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৩ খ্রী:),১ম খন্ড, পৃ: ৩৫৯; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৫ম খন্ড, পৃঃ ২৭৩; *সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী*, পৃ: ১১৫।

৫ সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩ খ্রী:),৫ম খন্ড, পৃ: ২৭৩।

৬ *ইসমাইল হোসেন সিরাজী*, পৃ: ১৪-১৫; ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য* (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৮ খ্রী:), পৃ: ২০০।

৭ *ইসলামী বিশ্বকোষ(*, ৫ম খন্ড, পৃ: ২৭৩।

৪ *প্রাগুক্ত।*

[৯] মুন্সী মোহাম্মদ মেহের‍ুলণ্ঢাহ ছিলেন সিরাজীর শিক্ষা গুর‍ু। প্রথমে তিনি মুন্সী মোহাম্মদ মেহের‍ুলণ্ঢাহর সাথে একত্রে ইসলাম প্রচার মাহফিলে যেতেন। পরবর্তীতে তিনি এককভাবে সভা সমিতিতে বক্তৃতা দিতেন। দ্রঃ মোস্ড়ফা হার‍ুণ (সম্পাদিত), *সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী স্মরণীকা* (ঢাকা: সৌখিন প্রকাশনী, ১৯৭১ খ্রী:), পৃ: ৫৯।

[১০] সিরাজীকে যারা বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রণ করতে ইচ্ছুক তাঁদের সিরাজীর নামে বাণীকুঞ্জ, সিরাজগঞ্জ ঠিকানায় পত্র দেওয়ার জন্য ছোলতান পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হত। দ্রঃ *সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী স্মরণীকা*, পৃ: ৫৯।

[১১] ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজীর প্রচার জীবনের খ্যাতির দীর্ঘ বিবরণ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দ্রঃ *প্রাগুক্ত*।

[১২] ১৪ বৈশাখ থেকে ১৫ অগ্রহায়ণ পর্যন্ড় সময়ে সিরাজগঞ্জ, কুমিলণ্ঢা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, আগারতলা, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম ও ফেনীর স্কুল, মাদরাসা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে তিনি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার বিষয়বস্তুর মধ্যে ইসলাম ধর্মের নীতি, ছাত্র জীবনের কর্তব্য, পাশ্চাত্য শিক্ষা, জাতীয় উন্নতি, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনী ও শিক্ষা, ইসলামের শিক্ষা ও সভ্যতা, ইসলামই একমাত্র ধর্ম, মুসলমানদের কর্তব্য, সমাজের উন্নতি উপায়, অতীত গৌরব, মুসলমান সমাজের অবগতির কারণ, শিক্ষা বিস্ড়ার ও দেশের উন্নতি, আদর্শ শিক্ষা, সমাজের কর্তব্য, জাতীয় উন্নতি, হিন্দু মুসলমানদের একতা, ইসলামের সভ্যতা, আমাদের কর্তব্য, মুসলমান ছাত্রদের কর্তব্য ও জীবনের লক্ষ্য, জাতীয় উন্নতি, পাশ্চাত্য শিক্ষা, জাতীয় অধঃপতনের কারণ ইত্যাদি উলেণ্ঢখযোগ্য। দ্রঃ *ইসমাইল হোসেন সিরাজী*, পৃ: ১৬।

[১৩] সিরাজী তার প্রচার জীবনের দীর্ঘকালের সহকর্মী মাওলানা মনির‍ুজ্জামান ইসলামাবাদীর আঞ্জুমানে ওলামার সদস্য ছিলেন। আঞ্জুমানে ওলামার নিকট থেকে সিরাজীর প্রত্যাশা ছিল কিছুটা ভিন্ন ধরনের; সেরূপ হতে না দেখে সিরাজী হতাশা প্রকাশ করেন। দ্রঃ *সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী স্মরণীকা*, পৃ: ৫৯।

[১৪] মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর সাথে সিরাজীর সম্পর্কও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে আকরম খাঁর কারাদন্ড হলে এবং মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকার জামানত আটক করা হলে মোহাম্মদী পত্রিকা পুনঃপ্রকাশ এবং আকরম খাঁর

কারামুক্তির ব্যাপারে উদ্যোগী হয়ে সিরাজী বক্তৃতা ও বিবৃতি প্রদান করেন। দ্রঃ *প্রাগুক্ত*।

[১৫] সিরাজগঞ্জে প্রাদেশিক কনফারেন্স ও বঙ্গীয় মোসলেম মহাসভার অধিবেশনের ব্যাপারে দু'জনের মধ্যে সামান্য মতপার্থক্য ছিল। দ্রঃ *প্রাগুক্ত*।

[১৬] *প্রাগুক্ত*।

[১৭] জসিমউদ্দীন ও ইজাব উদ্দীন আহমদ(সম্পাদিত), *অনল প্রবাহের উৎস কেন্দ্রে* (ঢাকাঃ দরবার পাবলিকেশন্স,১৩৭৩ বঙ্গাব্দ), পৃঃ ১৮-১৯।

[১৮] *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১০।

[১৯] *সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী স্মরণীকা*, পৃ: ৬২।

[২০] *প্রাগুক্ত*।

[২১] *ইসমাইল হোসেন সিরাজী*, পৃ: ১৬।

[২২] L.F. Rushbrook willians, *India in 1924-1925*(Calcutta: Government of India, 1925), P. 29.

[২৩] ইংরেজ সরকারের নজরে আপত্তিকর রচনা প্রকাশের জন্য দু'বছরের কারাবরণ, কারা মুক্তির পর বলকান যুদ্ধে তুরস্কের সাহায্যে মেডিক্যাল মিশনে অংশ গ্রহণ। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এবং এর পটভূমিতে সৃষ্ট স্বদেশী আন্দোলনে তাঁকে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়। দ্রঃ Sufia Ahmed, *Muslim Community in Bengal, 1903-1908* (Dhaka: Peoples Publishing House, 1977), P-316.

[২৪] বঙ্গভঙ্গের পর মুসলিম লীগ বঙ্গভঙ্গের পক্ষ নেয়। পূর্ববাংলার অধিকাংশ মুসলিম নবাব সলিমুলণ্ঢাহর নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গের পক্ষ অবলম্বন করে কংগ্রেসের বিরোধিতা করে। ফলে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলার হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি হয়। নবাব সলিমুলণ্ঢাহ, নওয়াব আলী চৌধুরীসহ কুমিলণ্ঢায় স্বদেশী আন্দোলনে যারা অংশগ্রহন করেন সিরাজী ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্যে ১৩১৩ বঙ্গাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সিরাজগঞ্জে আসেন। সিরাজগঞ্জে এ উপলক্ষে আয়োজিত সভা

সমিতিতে পক্ষ বিপক্ষের সৃষ্টি হয়। রাজনীতি ও সামাজিক প্রসঙ্গ ঘিরে অনেকের নিকট এ ঘটনাটি ক্ষোভের সৃষ্টি করে। দ্রঃ ইবরাহিম খা, *বাতায়ন* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৬৭ খ্রীঃ), পৃঃ ৪৯।

[২৫] *Public Letters from India 1906. Quoted, Muslim Community in Bangal*, P. 312.

[২৬] *Fprtenightiy Report from Eastern Bengal and Assam,* No. 148, T. 7 December, 1906, Para 4, Quoted, The Swadeshi Movement in Bangal, P-432.

[২৭] চৌধুরী মহম্মদ বদর"দ্দোজা, *জিলা পাবনার ইতিহাস*, ৩য় খ" (পাবনাঃ লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৮৬ খ্রীঃ), ৩য় খ", পৃঃ ১৩৮; *সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী*, পৃঃ ১০৩; *ইসমাইল হোসেন সিরাজী*, পৃঃ ১৪১।

[২৮] *উনিশ শতকের বাঙালী মুসলমানের চিন্ড়া-চেতনার ধারা*, ১ম খ", পৃঃ ৩৫৯; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৫ম খ", পৃঃ ২৭৩-২৭৪; সম্পাদনা পরিষদ, *সিরাজগঞ্জের কৃতি সন্ড়ান* (সিরাজগঞ্জঃ প্রতীক প্রকাশনী; ১৯৯৩ খ্রীঃ),পৃঃ ২৭; *সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী*, পৃঃ ১০৪; আযহার ইসলাম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ* (ঢাকাঃ আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১ম প্রকাশ, ১৯৬৯ খ্রীঃ), পৃঃ ১৯৪; *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী*, পৃঃ ৩০০; Bangladesh District Gazetteers Pabna গ্রন্থে বলা হয়েছে, For his servic, the Sultan of Turkey awarded him the title Gazi. Ismail Hossain Shirajee was a Powerful orator. Cf. *Bangladesh District Gazetteers Pabna*, P. 230.

[২৯] Bangladesh District Gazetteers Pabna গ্রন্থে বলা হয়েছে, 1912 he went to Turkey as a member of the Medicel Mission sent by the Muslims of India to help Turks in balkan war. Cf. *Bangladesh District Gazetteers Pabna*, P. 230.

[৩০] *Ibid.*

[৩১] *জিলা পাবনার ইতিহাস*, ১ম খ", পৃঃ ১২০ এবং ৪র্থ খ", পৃঃ ১২৪।

[৩২] *ইসমাইল হোসেন সিরাজী*, পৃঃ ৩৪-৩৫।

[৩৩] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৫ম খ", পৃঃ ২৭৪।

[৩৪] মুহম্মদ আবু তালিব, *পাবনায় ইসলাম* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬ খ্রীঃ), পৃঃ ৪৯-৫০।

[৩৫] *প্রাগুক্ত*।

[৩৬] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৫ম খ", পৃঃ ২৭৪।

[৩৭] *অনল প্রবাহের উৎস কেন্দ্র*, পৃঃ ৭-৮

[৩৮] সিরাজীর সর্বমোট প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা নিয়ে মত পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। ড. গোলাম সাকলায়েন এর মতে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর সর্বমোট গ্রন্থের সংখ্যা ৩২টি। প্রকাশিত ১৭টি, অপ্রকাশিত ১৫টি। ড. মুহম্মদ এনামুল হক এর মতে তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ২২টি। তন্মধ্যে প্রকাশিত ১৮টি, অপ্রকাশিত ৪টি। আলী আহমদ সিরাজীর ২৪টি প্রকাশিত গ্রন্থের কথা উলেণ্টখ করেন। দ্রঃ *সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী*, পৃঃ ১৭৩; আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য* (ঢাকাঃ লেখক সংঘ প্রকাশনী, ১৯৬৪ খ্রীঃ), পৃঃ ৩০১-৩০৫; *ইসমাইল হোসেন সিরাজী*, পৃঃ ৫১।

[৩৯] *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী*, পৃঃ ৩০১।

[৪০] *ইসমাইল হোসেন সিরাজী*, পৃঃ ৬৯; ড. গোলাম সাকলায়েন, *সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী*, পৃঃ ১৭৩।

[৪১] *ইসমাইল হোসেন সিরাজী*, পৃঃ ৭৩; 'আলী আহমদ, *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫ খ্রীঃ),পৃঃ ৩০২।

[৪২] ড. গোলাম সাকলায়েন, *সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী*, পৃঃ ১৭৫; *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী*, পৃঃ ৩০২।

[৪৩] *ইসমাইল হোসেন সিরাজী*, পৃঃ ৭৪; *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী*, পৃঃ ৩০১।

[৪৪] *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৩০৩। *ইসমাইল হোসেন সিরাজী*, পৃঃ ৭৭;

[৪৫] *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ৭৮।

[৪৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ: ৮৬।

[৪৭] *ইসমাইল হোসেন সিরাজী*, পৃ: ৬৪; *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী*, পৃ: ৩০৪।

[৪৮] *ইসমাইল হোসেন সিরাজী*, পৃ: ৬০-৬১।

[৪৯] *ইসমাইল হোসেন সিরাজী*, পৃ: ৫২; *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী*, পৃ: ৩০৩।

[৫০] *ইসমাইল হোসেন সিরাজী*, পৃ: ৮৬।

[৫১] *প্রাগুক্ত*, পৃ: ৫৭।

[৫২] *প্রাগুক্ত*, পৃ: ৯৪।

[৫৩] *ইসমাইল হোসেন সিরাজী*, পৃ: ৯৭; *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী*, পৃ: ৩০৪।

[৫৪] *ইসমাইল হোসেন সিরাজী*, পৃ: ৮৯-৯০।

[৫৫] *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী*, পৃ: ৩০২।

[৫৬] *ইসমাইল হোসেন সিরাজী*, পৃ: ৯৮।

[৫৭] গোলাম সাকলায়েন, *সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী*, পৃ: ১৬৬-১৬৭।